Retail Price Rs. 5/-

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

শ্রীভক্তি-পত্র

মাসিক পত্রিকা

৪৭ বর্ষ ❀ মার্চ ❀ শ্রীগৌরজয়ন্তী সংখ্যা ❀ ২০১০ ❀ ৮ম সংখ্যা

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কোলকাতা -3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@cal3.vsnl.net.in
visit us : www.gaudiyamission.com
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোন ঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর,
মেদিনীপুর (পূর্ব) ফোন ঃ- 235054 STD-03220
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম,কুলুশীর্ষা,কুড়মিঠা,বীরভূম(পঃ বঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), ফোন-06752-2310671
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী,
১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা ফোন-224057 STD-06782
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001
বিহার ফোন-2225116 STD-0631
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-
211006 (ইউ. পি.) ফোন ঃ-2500925 STD-0532
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন,
মথুরা- 281121 ফোন-2444153 STD-0565
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016 ফোন-26868743 STD-011
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118 ফোন-291709 STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163 ফোন-244-484 STD-03844
৩২। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৩। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর ফোন-276917 STD-03224
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড
জেলা-মথুরা, ইউ পি,
পিন-281504, মোঃ 9760525082
৩৫। শ্রী গৌড়ীয় মঠ, রিহাবাড়ী (মিলনপুর), গুয়াহাটী-৮,
ফোন ঃ 0361-2732049
৩৬। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	১৪৩
২।	শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত	শ্রীল প্রভুপাদ	১৪৪
৩।	হরিকথা-প্রসঙ্গ	শ্রীল আচার্য্যদেব	১৪৬
৪।	আত্মাই ধ্যানের বস্তু—পরধর্ম্ম	শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ	১৪৮
৬।	শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি	শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহিত	১৫০
৭।	পারমার্থিক-প্রদর্শনী	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	১৫২
৮।	শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	১৫৫
৯।	শ্রীল গোস্বামিপাদের উপদেশাবলী	শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	১৫৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।
(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)

শ্রীভক্তি-পত্র

''ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন ।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥''
— শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

''ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥''
— শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৪৭ বর্ষ ☙ মার্চ ☙ শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তী সংখ্যা ☙ ২০১০ ☙ ৮ম সংখ্যা

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা

জীবতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

স্বতন্ত্রতাই যখন অসুবিধা-জনক, তখন জীবকে পরমেশ্বর স্বতন্ত্রতা দান করিলেন কেন?

'স্বতন্ত্রতা' একটি রত্নবিশেষ। ** জীবকে যদি স্বতন্ত্রতা না দেওয়া হইত, তাহা হইলে জীব জড়বস্তুর ন্যায় হেয় ও তুচ্ছ হইত।'' —*জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ*

জীব যে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া থাকে, তজ্জন্য কি পরমেশ্বর দোষী?

''স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে জীবের যে কষ্ট, তাহা ঈশ্বর-দত্ত কহা যায় না এবং ঈশ্বরকে তজ্জন্য কোনপ্রকার দোষ দেওয়া যায় না। বিধি-লঙ্ঘনের দ্বারা যে ক্লেশ পাইতে হয়, তজ্জন্য বিধাতা কখনই দোষী নহেন। বিধাতা যদি জীবকে ঐ অনর্থ-গ্রহণে বাধ্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বৈষম্য দোষ হইত। জীব যদি নিজ-স্বাধীনতার দ্বারা স্বীয় পরানুরাগকে আরও দৃঢ় করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উৎকর্ষ হইত; কিন্তু স্বাধীনতা না পাইলে তাঁহার উৎকর্ষের উপর কোন অধিকার হইত না। পরমেশ্বর জীবকে এরূপ অপূর্ব্ব স্বাধীনতা দেওয়ায় জীবের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই বলিতে হইবে। স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে যে পতন দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল জীবকে সংস্কার করতঃ উদ্ধার করিবার জন্যই হইয়াছে, বলিতে হইবে।'' —*তঃ স্যূঃ, ২০ সূঃ*

তটস্থ-স্বভাব কাহাকে বলে?

'' 'তট' জলের জোরে কাটিয়া গিয়া নদী হয়, আবার ভূমির দৃঢ়তা লাভ করিলে ভূমি হইয়া পড়ে। জীব যদি কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে তিনি কৃষ্ণশক্তিতে দৃঢ় হন; যদি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া মায়ার জালে পড়িয়া আবদ্ধ হন। এই স্বভাবই 'তটস্থ-স্বভাব'।''
—*জৈঃ ধঃ ১৫শ অঃ*

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

ভগবানের নাম-সেবা, ধাম-সেবা ও কাম-সেবা এ'তিনে যাঁরা যোগদান করেন, তাঁরাই জগতের বরেণ্য। নাম-সেবা ব্যতীত জীব মাত্রেরই প্রাপঞ্চিক বিচার হতে উদ্ধার লাভের উপায় নাই। নাম-সেবার ফলে মানবজগৎ সকল কু-সংস্কারের হাত হতে উদ্ধার লাভ করে কৃষ্ণকাম-সেবায় প্রতিষ্ঠিত হন। ধাম-সেবা হতে মায়াবাদ অর্থাৎ আমি প্রভু, ঈশ্বর, ভগবানের নিত্যনাম-রূপ-গুণ-লীলা-তদ্রূপবৈভবাদি নেই'—এই ভীষণ অসৎ-মতবাদের কবল হতে উদ্ধার লাভ করা যায়, আর কৃষ্ণ-কাম-সেবা হতে নিজের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের অভিলাষরূপ ভীষণ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়—নশ্বর কাম হতে উদ্ধার লাভ করে অপ্রাকৃত কামদেবের সেবায় কামগায়ত্রীর সেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

ধামসেবা হলে শ্রীনাম-সেবা হবে, শ্রীনামসেবা হলে কৃষ্ণকাম-সেবা লাভ হবে। ধামে যিনি সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন, তাঁর গ্রামে রতি—গ্রাম্যসম্বন্ধ বিদূরিত হয়। ধামে সম্বন্ধ স্থাপিত হলে শ্রীনামসেবারূপ অভিধেয় অত্যল্পকালমধ্যেই কৃষ্ণকামরূপ প্রয়োজন লাভ করায়—ইহাই মানব-জীবনের একমাত্র প্রয়োজনতত্ত্ব। একমাত্র বৈকুণ্ঠ-নাম কৃপা করে ইহ-জগতে আগমন করেছেন। এই নাম যাঁর উপর আহিত, তাহা—শ্রীধাম। এই ধামের সেবার দ্বারা আমাদের নামসেবা বা কৃষ্ণকাম-সেবা লাভ হয়। শ্রীধামের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে নামসেবার ছলনা কখনও কৃষ্ণকামসেবারূপ প্রয়োজন প্রদান করে না।

স্থূলশরীর ধারণ করতে গিয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে যে-সকল ইতর বাসনার উদয় হয়েছে—সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করতে গিয়ে ভগবৎসেবা-চেষ্টায় উদাসীন হয়ে সে-সকল মনোধর্ম্ম-চালিত বিপরীত পথে ধাবিত হচ্ছি, সেই মুখটী উল্টে যায়, যদি আমাদের কৃষ্ণকাম-সেবায় রতি উদিত হয়; সেই কৃষ্ণকাম-সেবা আবার লাভ হয়, যদি আমরা ধাম-সেবা করি।

'ধাম'-অর্থে—রশ্মি, প্রভাব, তেজঃ, গৃহ, স্থান, শরীর, জন্ম প্রভৃতি। বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে যেখানে আত্মহিংসা, মৎসরতা ও নশ্বরতা নাই, যাহা নিত্য আনন্দময়, তাহাই শ্রীধাম। সেই শ্রীধামে শ্রীচৈতন্যদেব উদিত হয়ে জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করেছেন।

সর্ব্বতোভাবে শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের মঙ্গল লাভ হতে পারে না। কেবলচেতনের ধর্ম্ম যদি কখনও বিদ্যুতের কণার ন্যায় চৈতন্যজনগণের কৃপাবলে আমাদের দৃষ্টিপথে আগমন করে, তাহলে অন্ধকার-রাজ্যের মানবজাতির পরামর্শ হতে আমরা উদ্ধৃত হতে পারি। দেশের এমন ভাগ্যহীনতা যে, সত্যের কথা আলোচনায় অনেকেই অন্যমনস্ক! তাদের যেন অন্য কত কি কাজ পড়ে গেছে! ঐরূপ ইতর প্রয়াস কেবল অজ্ঞতা-প্রসূত ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-গ্রহণে পরান্মুখতার নিদর্শন।

ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মায়াদেবী জীবকে জাগতিক নশ্বর অভাব-অসুবিধার হাত হতে কিছুকালের জন্য রক্ষা করেন; আর মায়ার মূল শুদ্ধস্বরূপ যোগমায়া জীব কুলকে বংশীধ্বনী-শ্রবণে মনোযোগ দিবার জন্য কৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ করে মহাপ্রেম প্রদান করেন। মহামায়াদেবী বাসনাযুক্ত শাক্তসমুহের প্রার্থিত ফলদান করেন; যোগমায়া দেবী শুদ্ধশাক্তগণকে সুনির্ম্মল ভাববিশিষ্ট করিয়ে, রাসস্থলীতে কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করেন। যাঁদের নশ্বর ভোগের প্রবৃত্তি নাই, অন্যাভিলাষ, জ্ঞানকর্ম্মাদির বন্ধন নাই, তাঁরাই চিৎকর্ণে সেই অপ্রাকৃত বংশীধ্বনি শুনতে পারেন, যোগমায়ার আকর্ষণে আকৃষ্ট হতে পারেন। যোগমায়া উন্মুখপালনী চিৎশক্তি, আর মহামায়া—যাঁর উপাসনা জগতে প্রচলিত, তিনি বিমুখ-বিমোহিনী অচিৎশক্তি বা ছায়াশক্তি। শুদ্ধ শাক্তগণ চিৎশক্তির উপাসক। যোগমায়া নিষ্কিঞ্চনগণকে বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট করিয়ে কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণের অপ্রাকৃত বংশীধ্বনি যাঁদের কর্ণে পৌঁছায় না, তাঁতে যাঁরা আকৃষ্ট হন না, তাঁরা ইতর কামনায় আকৃষ্ট

হন। কামাখ্যাদেবীর আখ্যায়িকা হতে আমরা জানতে পারি, কামাখ্যাদেবী যাঁকে অকপট কৃপা করেন, তিনি মদনগোপালের সেবা-সুখ-তাৎপর্য্য কামনা করতে পারেন, আর যাঁর প্রতি কপটকৃপা প্রদর্শন করেন, সেই ব্যক্তি প্রাকৃত মদনের বা কামের দাস হয়ে ধর্ম্ম-অর্থাদি কামনা করে থাকেন। আর কামাখ্যাদেবী যাঁ'দিগকে অত্যন্ত অকৃপা বা বঞ্চনা করেন, তাঁরা মোক্ষকামী হ'য়ে পড়েন।

—০—

যাঁহারা কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারা বিষয় ও আশ্রয় বিগ্রহের যুগপৎ সেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণসেবার সহিত আত্মপ্রতীতির সর্ব্বতোভাবে সংযোগ আছে। যাঁহাদের তাহা নাই, তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা বুঝিতে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিবার পূর্ব্বে গুরুসেবা; সেই গুরুসেবা সপার্ষদ গুরুদেবের সেবা। সপার্ষদ গুরুদেবের সেবা না হইলে আত্মপ্রতীতি উদ্বুদ্ধ হয় না। আত্মপ্রতীতির অভাবে, সপার্ষদ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট সেবার অভাবে তোতাপাখী যেরূপ বুলি আওড়ায়, আমরা সেইরূপ শব্দ উচ্চারণ করি মাত্র। অপ্রাকৃত ভাব লাভ না করিলে কোন মঙ্গল লাভ হইবে না, কিন্তু প্রাকৃত অবস্থায় থাকিয়া যদি অপ্রাকৃত ভাব লাভ করিয়াছি মনে করি, তাহা হইলে যেরূপ মনে করা অবৈষ্ণবতা। এই অবৈষ্ণবতা উপলব্ধির নাম দৈন্য। আর সেই অবস্থা উপলব্ধি না করার নাম দম্ভ।

ভগবানের আরাধনা সকল আরাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর ভগবানের আরাধনা যিনি করেন, তাঁহার আরাধনাও ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর সেবা অনেকেই করেন, তদীয়গণের সেবা—যাঁহাদের সেবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ও ব্যস্ত, সেই বৈষ্ণবের সেবা করিবার জন্য অজ্ঞ প্রাকৃত লোকের বুদ্ধি হয় না। তাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে—বৈষ্ণবের সেবা। যেখানে মূর্ত্তভগবদ্বিগ্রহ, যেখান হইতে ভগবদ্বিগ্রহের জীবন্ত কথা প্রকাশিত হয়, যেখানে প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাওয়া যায়, সেই ভগবদ্ভক্তের সেবা ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবা অপেক্ষাও বড়। অর্চ্চামূর্ত্তির সেবাও ভগবদ্ভক্তের বাণীশ্রবণ ব্যতীত সুষ্ঠু হইতে পারে না।

শ্রীগৌরসুন্দর মানবের মঙ্গলের জন্য বেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্য—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজনে'র বিচার ক'রেছেন। চরম কল্যাণের একমাত্র সেতু—পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। যে কালে আমরা বু'ঝতে না পারি, সেকাল পর্য্যন্ত মনে হয়, তিনি একজন ভক্ত বা অন্যান্য মহাপুরুষের অন্যতম কিংবা একজন আচার্য্যবিশেষ, ধর্ম্মপ্রচারক মাত্র, কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গ শ্রীরূপপাদ বলেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই—শ্রীকৃষ্ণ; তিনি পরমেশ্বর-বস্তু, ঐতিহাসিক বা পরিণামশীল কোন বস্তু-বিশেষ নন। তিনি নিত্যকাল অবস্থিত। তিনি কালের অভ্যন্তরে আবির্ভূত নন। তিনি কালের পূর্ব্বে ছিলেন, কালের অভ্যন্তরে তিনি আছেন, কালের পরেও তিনি থাক্‌বেন। তিনি সকলের কারণের কারণ বস্তু। তাঁ'র নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, তাঁ'র রূপ—গৌরকান্তি, তাঁ'র গুণ—মহাবদান্যতা, তাঁ'র লীলা—কৃষ্ণ প্রেমপ্রদান, তাঁর স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণ। জগতে যে দান পাওয়া যায় না, যা অন্যত্র সম্ভব হয় না, সেই দানের প্রকৃষ্টরূপে একমাত্র দাতা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁর মহাবদান্যতা-গুণের বিষয়ই আমাদের আলোচ্য। যখন বস্তুর একত্ব থাকে, তখন সম্বন্ধ বলে কোন শব্দের আবশ্যকতা থাকে না। বস্তুর বৈচিত্র্য, একের অধিক হইলেই 'সম্বন্ধ'-শব্দের প্রয়োগ হয়। সর্ব্বান্তঃকরণে শরণাগত হ'লে জীব জানতে পারেন যে, সেই বহু—শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা ও ব্রহ্মের মূল আকর বস্তু; ইহা যিনি বিশেষ ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

—০—

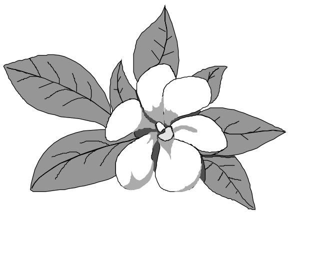

হরিকথা প্রসঙ্গ

ব্রজ ব্যতীত রাগমার্গে ভজনের অন্যত্র সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণলীলায় লোভই রাগমার্গে কার্য্য করে। আর সম্ভ্রম, ভয় ও শ্রদ্ধা বৈধী ভক্তি-তে ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইষ্ট বিষয়ে পরমাবিষ্টতাকেই রাগ বলে। রাগভক্তিতে ব্রজজনের মধ্যে যাঁহার সেবা-চেষ্টাতে লোভ হয়, তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহাদের পরস্পর লীলা-কথায় রত হইয়া সশরীরে বা মানসে সাধক সর্ব্বদা ব্রজে বাস করেন। যাঁহার হৃদয় নির্গুণ, তাঁহারই হৃদয়ে ব্রজজনের আনুগত্যে রুচি জন্মে। লোভ বা রুচি ব্যতীত রাগানুগা ভক্তিতে অধিকার নাই। রাগময়ী ভক্তি কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা। আমি কৃষ্ণের পিতা, আমি কৃষ্ণের মাতা, আমি কৃষ্ণের সখা, আমি কৃষ্ণের দাস—এই সকল অভিমান হইতে সম্বন্ধরূপা ভক্তি হয়। ব্রজে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই চারি রসে রাগমার্গে কৃষ্ণভজন হইয়া থাকে। বিধিমার্গে ব্রজভজন হয় না; তবে যাঁহাদের অন্তরে রাগানুগ মার্গ, বাহিরে মাত্র বিধিমার্গ, তাঁহাদের ব্রজসেবা লাভ হয়।

দ্বারকা, মথুরা ও গোকুললীলা—তিনটিই নিত্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত নিত্যলীলা। অপ্রকট লীলার প্রপঞ্চে প্রকাশই ভৌমলীলা। গোলোকস্থ অপ্রকট লীলাই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। অপ্রকট লীলার ন্যায় প্রকটলীলার দ্বারকা, মথুরা ও গোকুললীলা নিত্য এবং অপ্রকট লীলারই অনুরূপ। কেবল ভৌমলীলায় যেসকল মায়া-প্রত্যায়িত অংশ অর্থাৎ শ্রীযশোদার সূতিকাগৃহ, গৃহে রুদ্ধাবস্থায় গোপীগণের গুণময় দেহত্যাগ প্রভৃতি লক্ষিত হয়, তাহা গোলোকবৃন্দাবনে অপ্রকট লীলায় নাই। এইজন্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভৌমলীলাকে যোগমায়াপ্রকটিতা বলিয়াছেন। অপ্রকটলীলায় ব্রজ হইতে কৃষ্ণের গমনাগমন নাই। প্রকট লীলায় কৃষ্ণের ব্রজ হইতে গমনাগমন প্রভৃতি ব্যাপার যাহা লক্ষিত হয়, তাহা যোগমায়ার দ্বারাই সাধিত। প্রকট লীলায় যে যোগমায়াকৃত গমনাগমন ব্যাপার, তাহা কেবল সম্ভোগের পুষ্টিসাধনকল্পেই জানিতে হইবে। অপ্রকটলীলায় কৃষ্ণেচ্ছা-মাত্রেই কৃষ্ণবিরহভাব দীর্ঘ স্বপ্নের ন্যায় গোপীগণের অনুভূতির বিষয় হইয়া সম্ভোগের পুষ্টিসাধন করে, কিন্তু তাহা দুর্লক্ষ্য ও অচিন্ত্য—ইহাই আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত।

গুরু, বৈষ্ণব এবং ভগবানের কৃপাতেই জীবের মঙ্গলোদয় হয়। সুতরাং গুরুবৈষ্ণবপদাশ্রয় ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্য উপায় নাই। ভগবানের কৃপা অহৈতুকী হইলেও ভক্তের ইচ্ছাক্রমেই তিনি আয়ত্ত হন। ভগবানের নিজজন শ্রীগুরুদেব সেই ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই গুরু ও বৈষ্ণবের কৃপায় সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় হইলেই শরণাগতির উদয় হয়। এই শরণাগতি ব্যতীত ভগবৎ সেবাধর্ম্মে কাহারও অধিকার হয় না। সুতরাং ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত হইবার জন্য যত্ন করা যে বিশেষ আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য।

আব্রহ্ম-স্তম্ভ সকলেই কৃষ্ণেচ্ছা-পরতন্ত্র। যেখানে কৃষ্ণেচ্ছাধীনতা, সেইখানেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার বা সেবোন্মুখতা। আর যেখানে গুরুবৈষ্ণবের শাসন স্বীকার না করিয়া নিজে স্বতন্ত্র দলপতি বা মণ্ডলেশ্বর সাজিবার ধৃষ্টতা, সেইখানে হরিবিমুখতা। আমরা বড়ও হইতে চাই না, ছোটও হইতে চাই না, আমরা ভাল হইতে চাই—শ্রীরূপের চরণধূলি হইতে চাই। আমরা ভোগ বা ত্যাগের সেবক নহি, আমরা শ্রীরূপের—শ্রীগুরুদেবের অযোগ্য ভৃত্যানুভৃত্য। শ্রীরূপের কৃপা প্রার্থনা আমাদের মূলমন্ত্র হউক। যাঁহারা জাগতিক ছোট বা বড়র অভিমান পোষণ করেন, তাঁহারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তির কোন কথা আদৌ বুঝিতে পারিবে না। জাগতিক অন্বয় ও ব্যতিরেক কোনপ্রকার অভিমান থাকাকালে জীবের স্বরূপাভিমান জাগিতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে অমানী ও মানদ হইয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। প্রতিষ্ঠাকামী জগৎকে মান না দিলে তাহারা আমার প্রভুর কথা শুনিবে না। প্রভুর কথা যাহাতে লোক মন দিয়া শ্রবণ করে, তাহা

বুঝিতে পারে; এরূপভাবে বলিতে হইবে এবং এই কথা বলিবার সময় তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইতে হইবে; নতুবা হরিকথা কীর্ত্তন করা যাইবে না। হরিকথা বলিতে গিয়া জগৎকে হরিবিদ্বেষী করিয়া তুলিতে হইবে না। পরন্তু যাহাতে তাঁহারা হরিচরণে আকৃষ্ট হয়, এইরূপ দীনতার সহিত তাঁহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতে হইবে। লোক চটাইয়া লাভ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সত্যকথা চাপা দিয়া লোকরক্ষা করিতে হইবে না, বাস্তব সত্যকথা-প্রচারে নির্ভীক হইতে হইবে। তবে বাস্তব সত্য নিজ জীবনে আচরিত না হইলে তাহা ঠিক ঠিক বলা যায় না, অবিরত অবিকল কীর্ত্তন হয় না। জগৎকে জগদীশের সন্ধান-প্রদানের জন্য বৈষ্ণবগণের অখিল-চেষ্টা।

যুক্তবৈরাগ্য ফল্গুবৈরাগ্য বা মর্কটবৈরাগ্যের বিপরীত। যথাযোগ্য ভোগের নামই যুক্তবৈরাগ্য। ভক্তগণ ভোগীও নহেন, আবার বৈরাগীও নহেন; তাঁহারা অনুরাগী অর্থাৎ যুক্তবৈরাগ্যবান্। এ জগৎ কৃষ্ণের ভোগের বস্তু; তাই ভক্তগণ ভগবৎসেবার বস্তু ভোগও করেন না, ত্যাগও করেন না, পরন্তু তাহা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। যথাযোগ্য ভোগ বলিতে কর্ত্তৃত্বাভিমানে ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা বুঝায় না। অপরকে বুঝাইবার জন্য এই 'ভোগ'-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে অর্থাৎ অপরের দৃষ্টিতে ইহা ভোগপ্রায় বুঝাইলেও ইহা ভোগ বা ফল্গুত্যাগ নহে, পরন্তু ভগবৎসেবায় অনুকূল জীবনযাপনের জন্য যথাযোগ্য বিষয়-স্বীকার। কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে এই যুক্তবৈরাগ্যোদয় হয় না। যিনি পুঞ্জীকৃত সুকৃতির ফলে প্রকৃত সদ্গুরুর স্বতন্ত্রতার সহিত নিজের স্বতন্ত্রতা মিশাইয়াছেন, যিনি গুরুকৃষ্ণের সহিত যুক্ত হইয়া তৎসেবার প্রতিকূল বিষয়বর্জ্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, 'আমি শ্রীগুরুদেবের নিত্যকিঙ্কর'—এই সম্বন্ধজ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তিনিই এই যুক্তবৈরাগ্যের রহস্য বুঝিতে পারেন। যেখানে শ্রীগুরুদেবের সহিত এইরূপ অকপট সম্বন্ধ নাই, সেখানে যুক্তবৈরাগ্য হইতেই পারে না। সুতরাং মাদৃশ সম্বন্ধজ্ঞানহীন কনিষ্ঠাধিকারীর যুক্তবৈরাগ্যের ভাণে ভোগে প্রমত্ত হওয়া উচিত নয়। এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকা আবশ্যক। নতুবা অমঙ্গল অনিবার্য্য। কিন্তু তাই বলিয়া হতাশ হইতে হইবে না। সুকৃতি নাই বলিয়া আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া সেবায় উদাসীন হইতে হইবে না। কৃপাবললাভের জন্য, যুক্তবৈরাগ্য-যাজনের জন্য, শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্ম-সমর্পণের জন্য আর্ত্ত হইয়া ভগবানের নিকট কাতর নিবেদন জানাইতে হইবে। সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে এবং তাঁহাদের উপদেশ-অনুসারে সাধন করিতে হইবে। আকস্মিকী কৃপার অপেক্ষা করিয়া কৃপালাভের জন্য প্রযত্ন ছাড়িয়া দিলে মঙ্গল-লাভ সুদূরপরাহত হইবে। তার আধিক্য ও ন্যূনতায় আবদ্ধ না হইয়া আমাদের যুক্তবৈরাগ্য-পালনের জন্য যত্ন করা উচিত এবং গৌরপার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু যুক্তবৈরাগ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

> 'যথা-যোগ্য'—এই শব্দদুইটির মর্ম্মার্থ বু'ঝে লহ।
> কপটার্থ লঞা যেন দেহারামী না হ' ॥
> শুদ্ধভক্তির অনুকূল কর অঙ্গীকার।
> শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল কর অস্বীকার ॥
> মর্ম্মার্থ ছাড়িয়া যে-বা শব্দ-অর্থ করে।
> রসের বশে দেহারামী কপটমার্গ ধরে ॥

শুদ্ধভক্তির অনুকূল স্বীকার ও শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল অস্বীকার—ইহাই যুক্তবৈরাগ্যের স্বরূপলক্ষণ। সুতরাং যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করিতে হইলে যে শরণাগত হইতেই হইবে, তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। তবে এখানে একটি কথা এই যে, আমরা যেন অসৎ মনের প্রিয় বস্তুকে অনুকূল ও অপ্রিয় বস্তুকে প্রতিকূল মনে না করিয়া সাধুশাস্ত্র যাহাকে ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বলিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করি। নতুবা হিতে বিপরীত হইবে।

আত্মোন্নতি-সাধনেচ্ছুকগণকে নিরপেক্ষভাবে বিচার-পূর্ব্বক সর্ব্বদা সারগ্রহণে তৎপর হইতে হইবে। পক্ষপাতিত্ব-হেতু যাঁহারা সারগ্রহণে অপারগ বা বিরত, তাঁহারা সেই দোষে অধঃপতিত হন। ইঁহারা কখনও আত্মার উন্নতিসাধনে সমর্থ হন না। মহাভাগবতের অনুসন্ধান পাইবামাত্র যাঁহারা মহেন্দ্রক্ষণ আসিয়াছে, স্থির করিয়া তাঁহার দর্শনার্থ উৎসুক হন, তাঁহার দর্শন লাভ

করেন, তাঁহারা তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিগুণানুকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে ও তদীয় আনুগত্যে ভগবৎসেবা করিতে করিতে ক্রমশঃ অনর্থশূন্য ও কৃতকৃতার্থ হন। যাঁহারা হেলা বা অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হন, তাঁহারা মহদ্‌লঙ্ঘনরূপ অপরাধবশতঃ ক্রমশঃ বাহ্যবিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আসক্ত হন ও জীবদ্দশায় পুনরায় সাধুসঙ্গ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন না। আত্মোন্নতির সোপানরূপ ভক্তসঙ্গের সুযোগ জীবনে বহুবার উপস্থিত হয় না। তজ্জন্য শুদ্ধভক্তের সন্ধান পাইবামাত্রই কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য যাঁহারা বদ্ধপরিকর হন, তাঁহারা ভাগ্যবান্ এবং তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারেন।

জগৎ ভোগী ও ত্যাগী লোকের সংখ্যায় পরিপূর্ণ। জগদ্বাসী আমরা সকলেই অল্পবিস্তর মনোধর্ম্মী। সুতরাং মনোধর্ম্মযুক্ত আমাদের আদর্শ হয় ভোগ, না হয় ত্যাগ। এই ত্যাগ জিনিসটি প্রচ্ছন্ন ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। ভোগিকুল ও ত্যাগিকুলের আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত বোধ হইলেও উভয়ই সমান। কিন্তু ভক্ত গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের অনুগত, অধীন। তাঁহারা ভগবৎসেবক, সেবাই তাঁহাদের ধর্ম্ম। ভোগ ও সেবা—এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যাপার। সেবা চেতনের ধর্ম্ম—আত্মার ধর্ম্ম, আর ভোগ দেহ ও মনের ধর্ম্ম। এই ভোগ-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াই আমরা সংসারে আবদ্ধ হইয়াছি। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে যখন এই ভোগপ্রবৃত্তি আমাদিগকে ত্যাগ করিবে, তখনই আমরা ভগবৎসেবায় অধিকার পাইব। সেবাবুদ্ধি বর্দ্ধিত হইলেই ভোগের নেশা কাটিয়া যাইবে। তখন ইন্দ্রিয়তর্পণ বা জড়ানন্দ আর ভাল লাগিবে না এবং নিত্যানন্দ লাভের জন্য হৃদয়ে একটা সাড়া পড়িবে। ভোগপ্রবণ আমরা ইন্দ্রিয়তর্পণের একটু অভাব হইলেই কষ্ট পাই। স্ব-সুখস্পৃহা আমরা কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। এমনি আমাদের মজ্জাগত কুসংস্কার! এমতাবস্থায় হরিভজনে স্বাভাবিক অনুরাগ আসার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বিধি প্রণোদিত হইয়াই আমাদিগকে হরিভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সাধুসঙ্গের জন্য যত্নশীল ও লালায়িত হইতে হইবে। নতুবা মঙ্গলের আশা নাই। ভোগীর সঙ্গে থাকিলে ভোগপিপাসা যাইবে না। সুতরাং অসাধুগণের সঙ্গ বর্জ্জন করিয়া যেখানে সাধুগণ সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করিতেছেন, সেখানে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিতে করিতে নিঃসঙ্গভাবে হরিতোষণ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে।

আত্মাই ধ্যানের বস্তু—পরধর্ম্ম

শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ

হলদিয়া, ০৫/১১/২০০৬

পরম আরাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপায় আজ আমরা এই মন্দিরের বর্তমান রূপ দর্শন করবার সৌভাগ্য লাভ করে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছি। আমাদের আরো আনন্দের কথা হচ্ছে আমাদের মঞ্চে আসীন হয়েছেন সভার প্রধান অতিথিবৃন্দ, তাঁদের সাহচর্য্যে আমরা কিছুটা উদ্দীপিত হলাম। আমরা ভাবছি ধর্ম সবাইকে স্পর্শ করে, এটা যদি ঠিক থাকে তাহলে কৃষ্ণের কথা, মহাপ্রভুর কথা, সাধুগণের উদার ধর্মের কথা-এ কাকে না স্পর্শ করবে? বিদেশে তো ভালো কথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে পারলে তারাও স্বীকার করে, সম্মান করে, কিছুটা গ্রহণ করবার চেষ্টা করে,—যদিও তারা খুব গোঁড়া। আর আমাদের এ দেশ-মহাপ্রভুর দেশ, ঋষি অধ্যুষিত দেশ—এদেশে মহাপ্রভুর কথা কেন শুনবে না? নিশ্চয় শুনবে। এখানে একটা জাগরণের কথা শুনে আমার গর্বে বুকটা স্ফীত হল, আমি বিশেষ করে আশান্বিত হলাম। কিন্তু একটা কথা আমরা বলি—ধর্মটাকে ঠিকভাবে না মানতে পারলে এর ফলটা ফলে না। ধর্মের তাৎপর্য্য হচ্ছে—

আত্মাই ধ্যানের বস্তু—পরধর্ম্ম

"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥"

—চৈঃ চঃ ম।১৭।১৮৬

ধর্মের তত্ত্বটা নিহিত হয়ে রয়েছে গৌড়ীয়দের মধ্যে, যাঁরা ঠিকভাবে পালন করতে না পারবেন তাঁরা ফলটা ঠিক দেখতে পাবেন না। কিন্তু বিশ্বাসের সঙ্গে যদি ধীরে ধীরে পালন করতে চেষ্টা করি তাহলে আমাদের সৌভাগ্যের উদয় হবে এবং সর্বতোভাবে পরাশান্তি লাভ করতে পারবো।

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র
পরমো নির্মৎসরানাং সতাং।
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু
শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।

আমরা কাপট্যবশে ধর্মকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করলেও তাতে আমাদের শান্তি আসেনা। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত হই ততক্ষণ ভগবানের কোনো conception আমরা আনতে পারি না, আর ভগবানের conception আনার আগে আমাদের শুভ চেতনাগুলো না আসলে কিছুতেই কোনোটা ধরতে পারিনা। এরকম একটা বিপরীত পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে থাকতে হয়। জগতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যিনি আত্মার আত্মীয় পরমাত্মা ভগবান্—তাঁকে ধরতে শিখেছেন। আমরা মানুষ বলে ভাবি; কিন্তু মানুষের সত্ত্বার পরিচয়টা কি? আত্মা—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো
মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো
মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে
মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্ ॥"

(বৃ ৪।৫।৬)

আত্মাকেই দেখতে হবে, আত্মাকেই শুনতে হবে, আত্মাকেই ধ্যান করতে হবে। এটাই হচ্ছে পরধর্ম্ম। ভাগবত শাস্ত্র, উপনিষদ এটা ঘোষণা করে বলছেন। আত্মা না থাকলে কেউ কাউকে দেখে না, কেউ কাউকে শ্রদ্ধা করে না। কাজেই মূল বস্তু হচ্ছে আত্মা এবং 'আত্মা শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।'

আত্মা শব্দের অনেক অর্থ হয়, আত্মা শব্দে—বুদ্ধি, মন, ধৃতি ইত্যাদি সাতটা অর্থ আছে, কিন্তু মুখ্য অর্থে ভগবান্‌কেই বোঝায়। সেজন্য আত্মার আত্মীয় যে ভগবান্ তাঁকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দেখতে না শিখছি—ততক্ষণ মঙ্গলের আশা নাই। যেহেতু তিনিই হচ্ছেন আমাদের ইষ্ট, তিনিই আমাদের সব কিছুর মালিক, চেতন সত্ত্বার মালিক, দেহ-মন-ইন্দ্রিয় বৃত্তি চালনার মালিক। তাঁর মালিকত্ব যদি আমরা স্বীকার না করি তাহলে কোনো সমাজ ব্যবস্থা সুন্দর হতে পারে না। এটাই আমাদের তথা ভাগবতের আবিষ্কার, মুনি-ঋষিগণের আবিষ্কার।

এই মঠটার পিছনে পরম আরাধ্যতম শ্রীমদ-ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী মহারাজের অবদান অনস্বীকার্য্য। তিনিই select করে রেখেছিলেন। অদূর ভবিষ্যতে মহামানবগণ এখানে আসবেন, তাঁদের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। সেজন্য তিনি অতীত-ভবিষ্যৎ সব বিচার করে এখানে ভিত্তি স্থাপন করে গেছিলেন। পরবর্তীকালে আমি যখন গুরুপদে বসলাম আমার ওপরেই সেই দায়িত্বটা আসলো। আমি খুব চিন্তা করছিলাম। এত বছর কেটে গেল—কতদিকে কত মন্দির হয়ে গেল, যাই হোক আপনাদের সকলের সদ্-ইচ্ছাক্রমে এবং আর্তিমূলা একটা চেতনবৃত্তির দ্বারা সেই পরিকল্পিত বিষয়টাকে আমরা বাস্তবায়িত করতে পেরে, আপনাদের কাছে, সুধী সমাজের কাছে Present করতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছি এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের ভারও সেই সাথে এসে যাচ্ছে। এগুলো উন্নতমানের চিন্তাধারার থেকেই সম্ভব। এগুলো তাৎকালীক ব্যাপার নয়, জীব যতকাল থাকবে তার পারমার্থিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ততকালই এসব জিনিস দরকার।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি

শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহিত

সার্ব্বকালিক যুগ-প্রয়োজন কি?

ভক্তি বা ভাগবতধর্ম্ম তাৎকালিক ধর্ম্ম নহে—শ্রীচৈতন্যদেবের মহাদান সাময়িক যুগ-প্রয়োজনমাত্র নহে; তাহা জীবের একমাত্র নিত্যপ্রয়োজন। সনাতন সাত্বতশাস্ত্র ভগবৎপ্রেমাকেই জীবাত্মার 'নিত্যপ্রয়োজন' বলিয়াছেন; শাস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, নিরপেক্ষতা ও সদ্যুক্তিও কৃষ্ণপ্রেমা ব্যতীত প্রত্যেক জীবের অন্য কোনও পরম প্রয়োজনই নির্দ্দেশ করিতে পারে না। দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মে আচ্ছন্ন হইয়া আমরা দেহের প্রীতি ও মনের প্রীতিকেই প্রয়োজন মনে করিয়াছি। কিন্তু যখন আমাদের নিত্য সম্বন্ধজ্ঞান দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের কবল হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া আমাদের নিত্যা স্বাভাবিকী নিজস্ব আত্মবৃত্তির অনুশীলন করিতে দিবে, তখন কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার মতই যে জীবের প্রয়োজন হইতে পারে না, ইহা আমরা প্রত্যেক জীবই অন্তরাত্মায় অনুভব করিতে পারিব। আমরা তখনই দেখিব—জাগতিক সুখ-সুবিধা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ত' দূরের কথা—স্বর্গাদি সুখ ত' অতি তুচ্ছ, মুক্তি পর্য্যন্ত—ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত আমাদের নিত্যপ্রয়োজন হইতে পারে না। ঐ সকল নিত্যপ্রয়োজনের পথে অবান্তর প্রয়োজন—বরং ঐ সকল নিত্যপ্রয়োজনের পথ ভুলাইয়া দিবার কুহক। প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক কালের, প্রত্যেক চেতনের একমাত্র প্রয়োজন—'কৃষ্ণপ্রেম'। ঐ বৌদ্ধ, ঐ বাউল, ঐ নির্ব্বিশেষবাদী, ঐ জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অভিমানকারী সকলেরই নিত্যপ্রয়োজন—কৃষ্ণপ্রেম, এক তিলও অন্য প্রয়োজন নহে; কেবল বিভিন্ন কুহক তাহাদিগকে অন্য প্রয়োজনে ছলনা করিয়াছে।

একমাত্র পরম প্রয়োজনের অন্বয় ও ব্যতিরেক—সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ-সেবার উদ্দেশ্যেই সকল ধর্ম্ম, সকল প্রচারক ও সকল অবতারের আবির্ভাব

যুগে যুগে এই নিত্যপ্রয়োজনকে সংরক্ষিত করিবার যে প্রয়োজন হয়, তজ্জন্য অবতারীর ইচ্ছায় বিভিন্ন যুগাবতার-সমূহ জগতে অবতীর্ণ হন। ঐ সকল অবতার যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া প্রয়োজনানুসারে কোথায়ও ব্যতিরেক, কোথায়ও আংশিক, কোথায়ও বা অন্বয়ভাবে, কোথায়ও সাক্ষাৎভাবে, কোথায়ও বা পরোক্ষে নিত্যপ্রয়োজনের আনুকূল্য করিয়া থাকেন। যখন কর্ম্মকাণ্ডের দানবী মূর্ত্তি হিংসার যজ্ঞোৎসবে পৃথিবীকে ধূমায়িত এবং লোকলোচনকে অন্ধীভূত করিয়া দিয়া নিত্যপ্রয়োজনকেও যজ্ঞীয় ভস্মস্তূপে একেবারে আচ্ছাদিত করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তখন অবতারী কৃষ্ণের ইচ্ছাই শাক্যসিংহ করুণার উপদেশ লইয়া প্রেমের বিপরীত হিংসাধর্ম্মকে বিতাড়িত করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কারণ, হিংসা-প্রবৃত্তি—অপ্রাকৃত প্রেম দূরে থাকুক, অপ্রাকৃত প্রেমের প্রতিবিম্ব জাগতিক প্রীতিরও বিদ্রোহী। সুতরাং শ্রীবুদ্ধদেবের তাৎকালিক প্রচার—নিত্যপ্রয়োজন বা প্রেমধর্ম্মের প্রতি বিদ্রোহ-দমনরূপ প্রয়োজন-সাধনের গৌণ প্রয়োজনেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আবার বুদ্ধের বিদ্রোহ-দমনাস্ত্র যখন হিংসাবহুল কর্ম্মকাণ্ডকে নিরাস করিতে গিয়া দেহধর্ম্মাসক্ত অধিকারিবিশেষে কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশক বেদকেই উড়াইয়া দিবার উপক্রম করিল, তখন সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বের একমাত্র অসমোর্দ্ধ প্রামাণিক-স্বরূপ বেদের অঙ্গে ঐরূপ অবৈধ অস্ত্র-প্রয়োগ নিবারণ করিবার জন্য—পরোক্ষভাবে নিত্যপ্রয়োজনেরই রক্ষা করিবার প্রয়োজনানুসারে শঙ্করঅবতার আচার্য্য শঙ্কর বেদের প্রামাণ্য প্রচার করিলেন।

বৈষ্ণবের বিমুখ-মোহন ও হরিতোষণ-কার্য্য

শঙ্করের দুইটি কার্য্য—একটি মোহন, আর একটি তোষণ; শঙ্কর—বৈষ্ণবশিরোমণি; ভজন-চতুর বৈষ্ণবমাত্রেরই এই দুইটি অস্ত্র আছে। 'মোহনে'র দ্বারা অসৎসঙ্গ-ত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন, আর হরি-তোষণের দ্বারা তাঁহার ব্যক্তিগত ভজন ও প্রকৃত ভজনপিপাসুগণের

নিকট আত্মপ্রকাশ। শঙ্কর যেন এই মোহন ও তোষণের মূর্ত্ত অবতার। শঙ্করের বাহিরের চেহারা পাগলের ন্যায়; এই চেহারা দেখিয়াই কতকগুলি লোকের 'মোহন' হয়, আর কাহারও বা 'তোষণ' হয়। মোহিত ব্যক্তিগণ শঙ্করকে পাগল মনে করে, শঙ্করকে শ্মশানবাসী, দিগম্বর, তমোগুণাচ্ছন্ন, সর্পভূষণ-পরিহিত অসভ্যজাতীয় ব্যক্তি প্রভৃতি মনে করে ও সেই আদর্শেই তাঁহার পূজা করে, আর শঙ্করের এই আচার-ব্যবহারে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তগণের তোষণ হয়। শঙ্কর কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, অবধূত-শঙ্কর সঙ্কর্ষণ-রামের শিষ্য, তাই তিনি শেষ-প্রভুকে সর্ব্বদা স্কন্ধে ও মস্তকে বহন করিতেছেন; শঙ্করের সর্পভূষণ তাঁহার সঙ্কর্ষণ-রামভক্তির চিহ্ন, তাহাতে কৃষ্ণের তোষণ হয়। কৃষ্ণভক্তগণের নিকট যেখানে শঙ্করের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত, অভক্ত বঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট সেখানেই তাহা আবৃত হয়।

বুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট, অদৈব প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট বৌদ্ধগণের আসুরভাবের নিকট নিত্যপ্রয়োজনের গুহ্য সম্পুট গুপ্ত রাখিবার জন্য আচার্য্য শঙ্কর, ভগবানের আদেশেই তাহাদিগকে মোহন করিলেন। মর্কটকুলের নিকট গজ-মুক্তার মালার অপব্যবহার করিতে না দেওয়ায় তাহাতে ভগবানেরই তোষণ হইল। কারণ, ভক্তির মত ভগবানের প্রিয়তম মহারত্ন আর কিছু নাই। তিনি সকল দিতে পারেন, কিন্তু কাহাকেও সহজে ভক্তি দেন না—

"মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।"

মোহিত ব্যক্তিগণের অবস্থা

যাঁহারা আচার্য্য শঙ্করের প্রচ্ছন্নভাবে, ভাষায়, চেষ্টায়, আচারে, প্রচারে মোহিত হইলেন, তাঁহারা আচার্য্যের অনভীপ্সিত সেই বৌদ্ধবাদই প্রচ্ছন্নাকারে প্রচার করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধগণ স্পষ্টনাস্তিক হইয়াছিলেন, আর ইঁহারা প্রচ্ছন্ন ও চতুর নাস্তিক হইলেন। বৌদ্ধগণ বেদ না মানিয়া নাস্তিক্যবাদ প্রচার করিতেছিলেন, আর ইঁহারা মুখে বেদ মানিয়া, বেদের খুব লম্বা-চওড়া দোহাই দিয়া, বেদের দোহাই ছাড়া বিন্দু-বিসর্গও প্রচার না করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অধিকতর প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যমত প্রচার করিতে লাগিলেন,—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক (শ্রীচৈতন্যদেব)

মোহন-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য

যাহাতে মোহন-ব্যাপার আছে, তাহার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ও আপাত প্রেয়ের সহিত সমসুরে বাজিয়া উঠে, আর যাহাতে কৃষ্ণতোষণ আছে, তাহা কোন ক্রমেই বহির্ম্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বা প্রেমের অধীনতা স্বীকার করে না কিংবা স্থূল প্রত্যক্ষের সুখবোধ্য বা সহজবোধ্য হয় না, তাহা একমাত্র আবরণ-মুক্ত উদ্বুদ্ধ আত্মারই সহজ ও সুখবোধ্য হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়-মুলধনের ব্যবসায়ে লাভালাভ

সুতরাং ইন্দ্রিয় যে-দেশের একমাত্র মূলধন, সেই মূলধন লইয়া যাঁহারা ধর্ম্মের গ্রাহক হন, তাঁহারা অনিত্য প্রয়োজনধনই পান, নিত্যপ্রয়োজন-ধন লাভ করিতে পারেন না। আর যাঁহারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভাগবতগণের অনুগত হইয়া নির্ম্মল আত্মবৃত্তির সেবা-লৌল্য-মূল্য লইয়া ধর্ম্মের গ্রাহক হন, তাঁহারা নিত্য বা সার্ব্বকালিক প্রয়োজনধনে ধনী হইতে পারেন। ❑

পারমার্থিক-প্রদর্শনী

গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত

শিক্ষণীয় বিষয়—

এইমত চাপল্য করেন সবা সনে।
সবে স্ত্রীমাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে ॥
‘স্ত্রী’ হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা—বিদিত সংসারে ॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
‘গৌরাঙ্গনাগর’ হেন স্তব নাহি বলে ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।২৮—৩০)

সখীভেকী—যাহারা কৃত্রিমভাবে পুরুষ-শরীরে বা প্রাকৃত স্ত্রী-শরীরে অপ্রাকৃত ব্রজনাগরীর সখীর বেষ বা ভেক ধারণ করে এবং ঐরূপ কৃত্রিমতাকেই ‘ভজন’ বলিয়া কল্পনা করে, তাহারা সখীভেকী নামে কথিত। ‘বেষ’ শব্দের অপভ্রংশ—‘ভেক’। বেষ বা ভেক আছে যাহাদের, এই অর্থে—ভেকী। এই সখীভেকীমত। আনুকরণিক সহজিয়াবাদবিশেষ।

অপ্রাকৃতব্রজে, অপ্রাকৃত জীব, অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া অপ্রাকৃত গুরুরূপা সখীর অপ্রাকৃত কুঞ্জে অপ্রাকৃত পাল্যদাসীভাবে অবস্থান পূর্ব্বক অধোক্ষজ কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করেন। জড়বস্তুধারণা কোন কালে অপ্রাকৃত হয় না—জড়সত্তা কখনও চিৎ হইয়া যায় না। বাহ্য সাধন-দেহের পুরুষত্ব সত্ত্বেও নিষ্কপট অনর্থমুক্তের অপ্রাকৃত ভাবদেহে অধোক্ষজ কৃষ্ণসেবাপর রাগানুগাভিমান অসম্ভব নহে। কারণ জীবাত্মা মাত্রই কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি। স্থূলদেহে পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্ব কল্পিত; লিঙ্গদেহে তাহার প্রাগ্‌ভাবের প্রস্তাবনা। কিন্তু জীবের নিত্য শুদ্ধ দেহ—চিন্ময়, তাহাতে স্ত্রীত্ব-পুরুষত্ব ভেদ নাই। চিন্ময় শরীর স্বতন্ত্র শুদ্ধকামময়। যখন স্বাভাবিক যে ভাব প্রকটিত হয়, তাহাতেই সেই শুদ্ধভাবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব স্বতঃ প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। শান্তরসে—নপুংসকত্ব, দাস্য-সখ্যে—পুরুষত্ব, মাতৃ-বাৎসল্যে—স্ত্রীত্ব, পিতৃ-বাৎসল্যে—পুংস্ত্ব সিদ্ধ হয়। শুদ্ধ মধুরোজ্জ্বলরসে সকল জীবাত্মস্বরূপই শুদ্ধস্ত্রী-রূপা, এক পরমপুরুষের সেবাধিকারিণী। এইরূপ বিশুদ্ধ শুদ্ধ স্বরূপের বা অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহের (মনোধর্ম্মীর কল্পনার সৃষ্ট নহে) অপ্রাকৃত নাম, রূপ, বয়স, বেশ, সম্বন্ধ, যূথ, আজ্ঞা, সেবা প্রভৃতি একাদশটি পর্ব্ব অপ্রাকৃত ভজন-বিজ্ঞগণ জানেন। এই অধোক্ষজ লীলামিথুন-সেবা-সুখৈক তাৎপর্য্যময় অপ্রাকৃত সিদ্ধস্বরূপ বা সিদ্ধদেহ অনর্থযুক্ত ব্যক্তির মেটে কল্পনা-নির্ম্মিত মেটে-পুতুল নহে। যাহারা মাটিয়া বুদ্ধি লইয়া কৃত্রিমভাবে এই শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য নশ্বর দেহকে অপ্রাকৃত নিত্য গোপীদেহ বা সখী সাজাইতে চায়, তাহাদের সাধন-ভজনের ছলনা আত্মবঞ্চনাময় জগজ্জঞ্জালমাত্র। ঐরূপ পৌত্তলিকতার প্রসার দ্বারা কেহ কখনও নিজের বা পরের মঙ্গল করিতে পারে না, চিরতরে অপ্রাকৃত রস-প্রাপ্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া প্রাকৃত-রসান্ধকূপে মগ্ন হয়। অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ—শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল-চিত্তের অন্তশ্চিন্তিত নিত্যসিদ্ধ স্বরূপদেহ, উহা কল্পনাজাত নহে। যাঁহারা মনে করেন, মাটিয়া শরীরে গোপীত্ব আরোপ করিতে করিতে অপ্রাকৃত গোপীত্ব লাভ হইবে, তাঁহারা প্রাকৃতসহজিয়া এবং বিষ্ণু-বধ একলব্যের আনুকরণিক শিষ্যসম্প্রদায়। জড়ের সাধনের দ্বারা কখনও চেতনতার উপলব্ধি হয় না। জড়কে দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চেতনে উন্মুখ হইলেই চেতনতা প্রকাশিত হয়।

শুনা যায়, এই সখীভেকী অপসম্প্রদায়ের কেহ কেহ তাহাদের বাহ্য শরীরকে ‘ললিতাসখী’, ‘বিশাখা সখী’, ‘চম্পকলতা সখী’ প্রভৃতি সাজাইবার জন্য নৈসর্গিক-পুরুষ-দেহজাত গুম্ফ-শ্মশ্রুরাজি প্রত্যহ দুই বেলা ছেদন করেন, কবরী রচনা করেন, পায়ে আল্‌তা পরেন, নাকে নত দেন, স্ত্রীলোকের পরিধেয় শাড়ী পরেন, হাতে অনন্ত, চুড়ি পায়ে মল প্রভৃতি অলঙ্কার পরিয়া থাকেন এবং প্রাকৃত স্ত্রীলোকের হাব-ভাবের অনুকরণ করেন। যাঁহার

হৃদয়ে এরূপ প্রেমাতুর রাগাত্মিক ব্রজবাসিগণের ন্যায় কৃষ্ণসেবালৌল্যের উদয় হইয়াছে, তাঁহার বাহ্য ব্যাপারে সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে ও তাঁহার পার্ষদবৃন্দের চরিত্রে দেখা যায়। অপ্রাকৃত কৃষ্ণবিরহ-প্রেমাবেশে বাহ্যহীন মহাপ্রভুর চরিত্র শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন,—

''এই মত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
আত্ম-স্ফূর্ত্তি নাহি কৃষ্ণভাবাবেশে ॥
স্নান-দর্শন-ভোজন দেহ-স্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয় ॥''

রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর নিজকে গোপীর কিঙ্করী অভিমানে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তগণও জগতে রাধাগোবিন্দ-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীগদাধর, শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ, শ্রীজীব-গোপালভট্ট-ভূগর্ভ-লোকনাথ প্রভৃতি মহাজনগণ রাগাত্মিক ব্রজবাসী হইয়াও কিন্তু তাঁহাদিগের প্রকট-দেহকে 'সখীভেকে'র দ্বারা সাজাইবার আদর্শ কেহই প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনশিক্ষায় বলিয়াছেন,—

''বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥
'মনে', নিজ-সিদ্ধ-দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৫৬-১৫৭, ১৫৯)

কিন্তু অনর্থযুক্ত অকাল-পক্ক সখিভেকী অপসম্প্রদায়ের আচরণ মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের বিপরীত। মহাপ্রভু কিন্তু নিরন্তর গোপীভাবাবিষ্ট থাকিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াও কৌপীন-বহির্ব্বাস পরিত্যাগ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই, এমন কি, যখন মহাভাবাবেশে মহাপ্রভু যমুনা-জ্ঞানে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন এবং যখন স্বরূপাদি ভক্তগণ সেই মহাভাবাবস্থায় মহাপ্রভুকে সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার শ্রীঅঙ্গে কৌপীন-বহির্ব্বাস ছিল, সখিভেকীর ন্যায় কোন বেশ ছিল না, যথা—

''আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাঞা।
বহির্ব্বাসে শোয়াইলা বালুকা ছাড়াঞা ॥''

(চৈঃ চঃ অঃ ১৮শ পঃ)

শ্রীদাস গদাধর প্রভু কখনও গোপীভাবে বিভোর হইয়া গঙ্গাজলপূর্ণ কুম্ভ মস্তকে লইয়া দুগ্ধ বিক্রয় করিতেন। নীলাচল হইতে গৌড়াগমন-পথে শ্রীদাস গদাধর শ্রীরাধাভাবে মহা অট্টহাস্যসহ দধি-বিক্রেত্রী হইয়া স্বীয় বাহ্য পরিচয় ভুলিয়াছিলেন—ইহা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দেখিতে পান। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের দ্যুতিস্বরূপা বা বৃষভানুনন্দিনীর বিভূতিরূপা ব্রজের মধুর রসের আশ্রয়ালম্বন শ্রীদাসগদাধরের যে স্বাভাবিক ব্রজভাব, তাহাতে কপটতা নাই; তাঁহার দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত ছিল না, তাঁহার দেহ-দেহীতে ভেদ নাই, তিনি নিত্য সিদ্ধ ব্রজপরিকর, তিনি সাধক জীব নহেন, আর তিনি তাঁহার ঐ প্রকার নিত্যসিদ্ধ ব্রজস্বরূপোচিত ভাব লোকে প্রচার-উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ আচরণ করিতেন না। তাঁহার শুদ্ধ সহজভাবকে কৃত্রিম উপায়ে সাধন করিবার জন্য তিনি দুই বেলা ক্ষৌর-কর্ম্ম বা পায়ে আল্‌তা কিম্বা কবরী রচনা করিবার কোন চেষ্টা দেখান নাই। আনুকরণিক, দেহারামী, বিবর্ত্তবাদী সখিভেকী অপসম্প্রদায় তাঁহাদের মত কোন মতেই মহাজনানুমোদিত বলিয়া সমর্থন করিতে পারিবেন না, তাঁহাদের কল্পিত চেষ্টা—মহাজনগণের আচরণের বিপরীত স্বতন্ত্র পন্থা।

বলিতে লজ্জা বোধ হয়, ইহাদের বাক্যে সকল স্ত্রী-ধর্ম্ম জড়দেহেই প্রকাশ হয়, কেবল ভিতরে পুরুষভাব, বাহিরে স্ত্রীবেশ। ইহা কি রসিকের ধর্ম্ম? মহাপ্রভু বাহিরে পুরুষ ছিলেন, অন্তরে কৃষ্ণসেবিকা গোপীর চিত্তভাব পোষণ করিয়াছিলেন; আর ইহাদের হৃদয়ে পুরুষভাব, পুরুষদেহ, বাহিরে গোপীর বেশ; মহাপ্রভু, যাহা শিক্ষা দিলেন, তাহার ঠিক বিপরীত আচরণ ইহাদের। প্রভু বলিলেন,—আত্মার ধর্ম্ম গোপীভাব, ইঁহারা বুঝিলেন,—দেহের ধর্ম্ম গোপীভাব। ''অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার'' প্রভুর ভক্ত ইহারা তাহা উল্টাইয়া দিয়া জড়ভোগে প্রবৃত্ত

হইলেন। তবে সখিভেকী অপসম্প্রদায় বলিতে পারেন, ইহা কলিকাল, প্রভু যাহা বলিবেন, তাহার ঠিক বিপরীত আচরণ করিলে প্রভুর অনুগত বলিয়া বাহিরে প্রকাশ করা যাইবে!

প্রভু—ঈশ্বর, জীব—বশ্য; সুতরাং জীবের আচরণ প্রভুর ঠিক উল্টাই করা চাই। কৃষ্ণ কি ইহাদের ন্যায় প্রাকৃত বস্তু যে, ইহারা প্রাকৃত সখীভেক লইলে কৃষ্ণ অপ্রাকৃত ছাড়িয়া দিয়া ইহাদের করস্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুল হইবেন? কৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়া স্ত্রীবেশ-মণ্ডিত ইহাদের পুরুষ-শরীর লইয়া কি প্রকারে বস্ত্রহরণ করিবেন? যদি ইহাদের ভাগ্যে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বাহ্য বসন অপহৃত হয়, তাহা হইলে ইহাদের কপটতা ধরা পড়িয়া যাইবে। আর যদি শ্রীরূপের অনুগত হইয়া অন্তশ্চিন্তিত সেবনোপযোগী সিদ্ধদেহ দ্বারা ইঁহারা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত মানস-সেবা করেন, তাহা হইলে বস্তুসিদ্ধিকালে ঘৃণিত প্রাকৃত দেহটা পড়িয়া যাইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভজনোন্মুখের স্ত্রী-সন্দর্শন বিষভক্ষণ হইতেও অধিকতর অনর্থকর; আরও বলিয়াছেন,—

> "দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
> দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥
> ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
> ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥"

কিন্তু সখিভেকী অপসম্প্রদায় বাহ্য-দেহকে স্ত্রী-বেশে সজ্জিত করায় অতি সহজেই তাহাদের নিকট স্ত্রীগণের প্রবেশাধিকার লাভ হইতে পারে এবং সেই উপলক্ষে স্ত্রী-সন্দর্শন ও সম্ভাষণাদি হওয়াও অসম্ভব নহে। নিষ্কিঞ্চন, নিষ্কপট ভগবদ্ভজনোন্মুখ কি কখনও নিজে ইচ্ছা করিয়া এইরূপ বিপদ বরণ করিতে অভিলাষ করেন? যাঁহারা মর্কটবৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই বিভিন্ন উপায়ে, বিভিন্ন বেশে নিজ ভোগ-বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকেন। সাধারণ লোক, বিশেষতঃ একটু ভাবপ্রবণ ব্যক্তিমাত্রেই ঐ সকল বাহ্য-বেশ, ঐ সকল বিষকুম্ভ-পয়োমুখ ব্যক্তির মনোভুলান আপাত-মধুর সম্ভাষণ, হাব-ভাব প্রভৃতিতে মুগ্ধ হইয়া পড়েন এবং তৃণাচ্ছাদিত অন্ধকূপকে স্বচ্ছন্দ-বিচরণ-ভূমিকা মনে করিয়া অন্ধ-গর্ত্তে পতিত হইয়া প্রাণ হারান। সাধুগণ পুনঃ পুনঃ সাবধান করিলেও তাঁহারা বাহ্য-মোহের প্রবল আকর্ষণের হস্ত হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া নিজের পায় নিজেই কুঠারাঘাত করেন। সখীভেকীদলের যে-সমস্ত কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এমন কি, বর্ত্তমানকালের দুই একটি পুস্তকে পর্য্যন্ত তাহাদের যে-সকল অভিনব ভজনপ্রণালীর কথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শিষ্ট-সমাজে ব্যক্ত করিবার যোগ্য নহে; অথচ সেই সকল পুস্তক লোকের চোখে ভেল্‌কি লাগাইয়া বাজারে বেশ সমাদরের সহিত চলিতেছে। ইহা হইতে জগতের বহির্ম্মুখতা ও জগজ্জীবের আত্মবঞ্চনৈষণার পরিমাণটি বেশ ভাল করিয়া সুধীগণের বিচারের তৌল-দণ্ডে ওজন করা যায়। কলিতে আরও কত প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণপর মতবাদ সৃষ্টি হইবে, কে জানে!

নিম্নলিখিত কারণে সখীভেকী মতটি মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ভক্ত-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অসৎসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যক্ত—

(১) সখীভেকী অপসম্প্রদায়ের আচরণ রূপানুগ মহাজনগণ কেহই জানিতেন না।

(২) কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য, বায়ু-পিত্ত-কফাত্মক প্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃতত্ব আরোপ—পৌত্তলিকতা; পৌত্তলিকতা কখনও 'ভজন' নহে।

(৩) রক্তমাংসের নির্ম্মিত ত্রিগুণময়দেহ কখনও অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবোপযোগী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ সখী বা মঞ্জরীদেহ নহে।

(৪) বাহ্য স্থূল-দেহের কৃত্রিম বেশ-ভূষা কখনও অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের নয়নোৎসব বিধান করে না; যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে ছেঁড়া কাথা-করঙ্গ-কৌপীনধারী ব্রজের ধুলায় ধুসরিত অসংস্কৃত কেশ-নখাদিযুক্ত নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের শ্রীমূর্ত্তি অপেক্ষা বারবিলাসিনী সুন্দরীর দেহ শ্রীকৃষ্ণের অধিক নয়নাভিরাম হইত। শ্রীকৃষ্ণ শৃগাল-কুক্কুরের ভোগ্য বাহ্য নশ্বর রূপ-লাবণ্য দেখেন না, তিনি দেখেন, কাহার আত্মা কত অন্যাভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্মাদি মল হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করিয়াছে এবং সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব সেবা-শোভার মূল আকর-স্বরূপ

শ্রীরূপের আনুগত্য-অলঙ্কার দ্বারা কতদূর বিমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ রূপানুগ-গণেরই সেবাগ্রহণ করেন, এমন কি, বৈকুণ্ঠস্থিতা শ্রীদেবীও তাঁহার মন হরণ করিতে পারেন না, অপরের কা কথা।

(৫) সখীভেকী অপসম্প্রদায়ের মত বিবর্ত্তবাদেরই প্রকারভেদ।

(৬) সখীভেকী অপসম্প্রদায় বিবর্ত্তবাদী হইয়া আপনাদিগকে ললিতা, বিশাখা, সখী প্রভৃতি অভিমানে শ্রীল জীবপাদের শ্রীদুর্গমসঙ্গমনীর সিদ্ধান্ত উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক অহংগ্রহোপাসনারূপ মায়াবাদকেই আলিঙ্গন করেন।

(৭) যদি তাঁহারা বলেন যে, আমরা নিজদিগকে 'সখী' অভিমান করি না, সিদ্ধদেহ-ভাবনা অভ্যাস (?) করিবার জন্য আমরা কোন পরম-প্রেষ্ঠা গণ-নায়িকা (!) সখীরগণে কোন মঞ্জরীর অনুগত (!) বলিয়া আমাদিগকে মনে করি, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐরূপ প্রাকৃত কল্পনাময় দেহ কি সিদ্ধদেহ? নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপ কি অচিন্ময় যে, উহা কোন ব্যক্তি তাহার অনর্থময় কল্পনা-বলেই সৃষ্টি করিতে পারে? অধোক্ষজ কৃষ্ণ-সেবা যদি কল্পনা-বলেই লাভ হইত, তবে আর কথা ছিল না। এইরূপ "গাছে না উঠিতে এক কাঁদি"—আত্মবঞ্চনাময় জগজ্জঞ্জালকর সহজিয়ামত-মাত্র। যে মায়া কৃষ্ণে-ভোগবুদ্ধিকারী বহির্ম্মুখ জীবকে চরাইয়া বেড়াইতেছে, সেই মায়ার অধীশ্বর আবার কৃষ্ণ, সুতরাং কৃষ্ণের কাছে কপটতা চলে না। বিষ্ঠা-ভোজনানন্দী বায়স নিজকে যতই সুচতুর মনে করুক না কেন, তাহার ঐরূপ চতুরতার মূল্য অন্ধ-কপর্দ্দক। সখীভেকী অপসম্প্রদায়ের ঐরূপ কৃষ্ণে ভোগ-বুদ্ধিও তাঁহাদের আত্মবঞ্চনার সেতুস্বরূপ।

(৮) সখীভেকী মত—কৃষ্ণকে ভোগ করিবার একটি দুর্ব্বুদ্ধি মাত্র।

(৯) সখীভেকী মত—আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণানুসন্ধানের প্রকার বিশেষ।

(১০) সখীভেকী মত—ভক্তি বা গোস্বামিশাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

শিক্ষণীয় বিষয়—

যাঁহারা সংসার-সাগরে পারে গমন করিয়া নিজ নিত্যসিদ্ধ স্বরূপধর্ম্মে অবস্থান এবং অধোক্ষজ সেব্য-বিগ্রহের প্রীতি অনুসন্ধান করিতে চান, তাঁহারা এই সকল কুমত পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ রূপানুগ গুরুবরের পাদপদ্মাশ্রয় করিবেন এবং তাঁহার কৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইয়া নিষ্কপট সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে ক্রমে অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও স্থায়ী-ভাব-ভূমিকায় আরূঢ় হইয়া অপ্রাকৃত স্থিতি লাভ করিবেন। অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে স্বীয় নিত্যসিদ্ধ স্বরূপোদয়ে গুরুকৃপাবলে নিত্য স্বরূপের একাদশটি ভাব স্বতঃই বিশুদ্ধচিত্তে স্ফূর্ত্তি পাইবে। এই নিত্য স্বরূপ অভিমানই আত্মজ্ঞান বা স্বরূপসিদ্ধি। ইহা কৃত্রিম উপায়ে স্বতন্ত্র কল্পনা-বলে লাভ হয় না।

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে বৈদিক আর্য্য-শাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত। তাঁহারা স্মার্ত্ত-বিভাগের অধিকারী, তাঁহারা স্বভাবতঃ পরমার্থশাস্ত্রে রুচি প্রাপ্ত হ'ন।

স্মার্ত্ত-শাস্ত্র বৎসরকে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়া দ্বাদশ মাসে সর্ব্ব সৎকর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমগত সমস্ত কর্ম্মই যখন দ্বাদশ-মাসে বিভক্ত হইল, তখন 'অধিমাস' কর্ম্মহীন মাস হইয়া গেল। অধিমাসে কোন সৎকর্ম্ম নাই। চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটি করিয়া মাস বাদ দিতে হয়। সেই মাসটির নাম 'অধিমাস'। স্মার্ত্তগণ অধিমাসকে 'মলমাস' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। 'মলিম্লুচ', 'মলিনমাস' ইত্যাদি নাম দিয়া অধিমাসকে ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এদিকে পরমারাধ্য পরমার্থ-শাস্ত্র অধিমাসকে পরমার্থকার্য্যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করেন।

জীবন—অনিত্য। জীবনের কোন অংশই বৃথা যাপন করা উচিত নয়। সর্ব্বক্ষণ হরি ভজনে থাকাই জীবের কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রত্যেক তৃতীয়-বৎসরে যে অধিমাস হয়, তাহাও হরিভজনের উপযোগী হউক,—ইহাই পরমার্থ-শাস্ত্রের নিগূঢ়চেষ্টা। আবার যখন কর্ম্মিগণ ঐ মাসকে সমস্ত সৎকর্ম্মশূন্য বলিয়া জানিলেন, তখন সর্ব্বজীবের উদ্ধারের জন্য পরমার্থ-শাস্ত্র সেই কালকে ভজনের বিশেষ উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন। পরমার্থ শাস্ত্র বলেন,—হে জীব! কেন অধিমাসে হরি-ভজনে আলস্য কর? এই মাস শ্রীমদ্‌গোলোকনাথ-কর্ত্তৃক সর্ব্বোপরি স্থাপিত হইয়াছে। এমন কি, ইহা কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহা-পুণ্যমাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই মাসে বিশেষ ভজন-বিধির সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চ্চন কর। সমস্ত লাভ হইবে।

বৃহন্নারদীয়-পুরাণে অধিমাসের মাহাত্ম্য একত্রিংশৎ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বাদশ-মাসের আধিপত্য ও আপনার অপমান বিচার করিয়া অধিমাস বহুকষ্টে বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক নিজ-দুঃখ শ্রীনারায়ণকে জানাইয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠপতি কৃপা করিয়া অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মলমাসের আর্ত্তি শ্রবণপূর্ব্বক দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন,—হে রমাপতি! আমি যেরূপ এই জগতে "পুরুষোত্তম" বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাসও তদ্রূপ লোকে "পুরুষোত্তম" বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আমাতে যে-সমস্ত গুণ আছে, সেই সমস্তই এই মাসে অর্পিত হইল। আমার সদৃশ হইয়া এই অধিমাস অন্য সকল মাসের অধিপতি হইল। এই মাস জগৎপূজ্য ও জগদ্বন্দ্য। অন্য সকল মাস সকাম। এই মাসটি নিষ্কাম। যিনি অকাম বা সর্ব্বকাম হইয়া এই মাসের পূজা করেন, তিনি সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। আমার ভক্তদিগের কদাচিৎ অপরাধ হয়, কিন্তু এই পুরুষোত্তম-মাসের ভক্তগণের কখনই অপরাধ হইবে না। যে-সকল মহামূঢ় এই অধিমাসে জপ-দানাদি-বর্জ্জিত, সৎকর্ম্ম ও স্নানাদি-রহিত থাকে এবং দেব, তীর্থ ও দ্বিজগণের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেইসকল দুষ্ট দুর্ভাগা পরভাগ্যোপজীবী হইয়া স্বপ্নেও কিছুমাত্র সুখ পায় না। এই পুরুষোত্তম-মাসে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চন করেন, তিনি ধন-পুত্রাদি-লাভে সুখ ভোগ করিয়া অবশেষে গোলোকবাসী হন।

"পুরুষোত্তম-মাসস্য দৈবতং পুরুষোত্তমঃ।
তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমম্ ॥"

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে যে-সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহা বাল্মীকি-কর্ত্তৃক এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

পুরুষোত্তম-ব্রতী হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন। গোধূম, শালি-তণ্ডুল, মুদগ, যব, তিল, মটর, কাঙ্গনী-তণ্ডুল, উড়ী-তণ্ডুল, বাস্তুক-শাক, হিলমোচিকা শাক, আদ্রক, কালশাক মূলক, কন্দমূল, কাঁকুড়, রম্ভা, সৈন্ধব ও সামুদ্র-লবণ, দধি, ঘৃত, অনুদ্ধৃতদুগ্ধসার, পনস, আম্র, হরিতকী, পিপ্পলী, জীরক, শুঁঠ, তেতুল, ক্রমুক, আতা, আমলকীফল, ইক্ষুজাত চিনি, মিশ্রি, অতৈল-পক্ক ব্যঞ্জনাদি-দ্রব্য,—এই সমস্ত হবিষ্যান্ন। উপবাস ও হবিষ্যান্নে একই প্রকার ফল। সর্ব্বপ্রকার মৎস্য ও আমিষ, মাংস, মধু, কুলকর্কটিফল, রাই-সর্ষপ এবং সমস্ত মাদক-দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। দ্বিদল অর্থাৎ চনকাদি দাল, তিল, তৈল, কাঁকরযুক্ত অন্ন, ভাবদুষ্ট, ক্রিয়াদুষ্ট ও শব্দ-দুষ্ট দ্রব্যসকল বর্জ্জন করিবে। পরান্ন-ভোজন, পরদ্রোহ, পরদার-গমন, তীর্থযাত্রা-বিনা দূরদেশ ও পরদেশ-গমন পরিত্যাগ করিবে। পুরুষোত্তম-মাসে দেবতা, বেদ, গুরু, গো, ব্রতী, স্ত্রীলোক, রাজা ও মহজ্জনের নিন্দা পরিত্যাগ করিবে। জন্তুর অঙ্গোদ্ভূত চূর্ণ, আমিষ ও ফলের মধ্যে জম্বীর অর্থাৎ গোঁড়ানেবু—আমিষ। ধান্যের মধ্যে মসূরিকা ও পর্য্যুষিত অন্ন—আমিষ। অজা, গো, মহিষের দুগ্ধ ব্যতীত অন্য দুগ্ধই আমিষ। ব্রাহ্মণের বিক্রীত সর্ব্বপ্রকার লবণ ও ভূমি-জাত লবণ, তাম্রপাত্রস্থিত গব্য, চর্ম্মস্থিত জল ও নিজের জন্য পাচিত অন্ন—আমিষ-মধ্যে গণিত। ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ অমৈথুন, অধঃশয্যা, পত্রাবলিতে ভোজন, চতুর্থযামে ভোজন পুরুষোত্তম-মাসে প্রশস্ত। রজস্বলা, ম্লেচ্ছ, পতিত, ব্রাত্য-ব্যক্তি, দ্বিজ-দ্বেষী, বেদ-বাহ্য, এইসকলের সহিত আলাপ করিবে না। এইসকল ব্যক্তির দৃষ্ট এবং কাক-দৃষ্ট-অন্ন, সূতকান্ন, দ্বিপাচিত-অন্ন ও দগ্ধান্ন খাইবে না। পলাণ্ডু, লসুন, ছত্রাক, গাজর, নালিতা, কেমুক-নামক-মূলক,

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য

শজিনা, এই সমস্ত বর্জ্জন করিবে। পুরুষোত্তম-মাস বিগত হইলে ঐ বর্জ্জিত দ্রব্যসকল ব্রাহ্মণকে দিয়া ভক্ষণ করিবে। কার্ত্তিক এবং মাঘেও এই সকল নিয়মে ব্রত করিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া পৌর্ব্বাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়ে স্মরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি গ্রহণ করিবে। ব্রত তিনপ্রকার অর্থাৎ উপবাস, নক্তহবিষ্যান্ন-গ্রহণ ও এক-ভোজন-ব্রতীর পক্ষে যেটি কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া এই ব্রত আচরণ করিবে। পুরুষোত্তম-মাসে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ শ্রবণ করিবে। ভাগবত-শ্রবণের পুণ্য বিধাতাও বলিতে পারেন না। ভক্তগণ শ্রীশালগ্রাম-শিলায় অর্চ্চন করিবেন। এই মাসে ব্রত শত ক্রতু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা, ক্রতু করিয়া স্বর্গলাভ হয়। যিনি পুরুষোত্তম-ব্রত করেন, তাঁহার দেহে সকল তীর্থ, ক্ষেত্র ও দেবতাগণ থাকেন। পুরুষোত্তম-তুষ্টির জন্য দীপ দান করা কর্ত্তব্য। বৈভব থাকিলে ঘৃত-প্রদীপ, নতুবা তিল-তৈল-প্রদীপ দেওয়া বিধেয়। হে মণিগ্রীব! তোমার বনবাসে ঘৃত ও তিল-তৈল পাওয়া যাইবে না। তুমি ইঙ্গুদি-তৈলে দীপ দান কর। অষ্টাঙ্গ-যোগ, ব্রহ্মজ্ঞান ও সাংখ্য এবং সমস্ত তান্ত্রিকক্রিয়া পুরুষোত্তম মাসে দীপ দানের ষোড়শী কলারও তুল্য হয় না।

এই ব্রত-উদ্যাপন সম্বন্ধে বাল্মীকি বলিলেন,—যে মহারাজ! কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী, নবমী অথবা অষ্টমী তিথিতে পুরুষোত্তম-মাসে এই ব্রতের উদযাপন করিতে হয়। বিশুদ্ধ ভক্ত-ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমাহিত-মনে উদযাপন ক্রিয়া করিবে। পঞ্চ-ধ্যানের দ্বারা অতিসুন্দর সর্ব্বতো-ভদ্র রচনা করিবে। চারিটি কলস মণ্ডলোপরি স্থাপন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে চতুর্ব্যূহ-প্রীতি-কামনায় শ্রীফলান্বিত করিবে। সদ্বস্ত্র বেষ্টিত পান দ্বারা চতুর্ব্যূহ স্থাপন করিবে। শ্রীরাধামাধবকে কলসের সহিত স্থাপন করিবে। বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ বৈষ্ণবাচার্য্যকে বরণ করিবে। চতুর্ব্যূহ জপ করিয়া—চতুর্দ্দিকে চারিটি দীপ প্রজ্জ্বলিত করিবে। ক্রমে শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত সপত্নীক নারিকেলাদি অর্ঘ্য দান করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র,—

''দেব দেব নমস্তুভ্যং পুরাণ পুরুষোত্তম।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিত হরে ॥''

এই মন্ত্র বলিয়া নমস্কার করিবে,—

''বন্দে নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
পীতাম্বরধরং দেবং সরাধং পুরুষোত্তমম্ ॥''

তদন্তরে তিল-হোম করিয়া নীরাজন করিবে। নীরাজন-মন্ত্র এই,—

''নীরাজয়ামি দেবেশমিন্দীবর-দলচ্ছবিম্।
রাধিকারমণং প্রেম্ণা কোটিকন্দর্পসুন্দরম্ ॥''

অথ ধ্যান-মন্ত্র,—

''অন্তর্জ্যোতিরনন্ত-রত্নরচিতে সিংহাসনে সংস্থিতম্।
বংশীনাদ-বিমোহিত-ব্রজবধূ-বৃন্দাবনে সুন্দরম্ ॥
ধ্যায়েদ্রাধিকয়া সকৌস্তুভমণি-প্রদ্যোতিতোরস্থলম্।
বাজদ্রত্ন-কিরীট-কুণ্ডলধরং প্রত্যগ্র-পীতাম্বরম্ ॥''

ধ্যান করিয়া পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবে ও এই মন্ত্রে নমস্কার করিবে,—

''নৌমি নবঘনশ্যামং পীতবাসসমচ্যুতম্।
শ্রীবৎস-ভাসিতোরস্কং রাধিকা-সহিতং হরিম্ ॥''

পরে ভক্ত-ব্রাহ্মণে পূর্ণপাত্র দান করিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে। তৎপরে দান করিবে। এই সময়ে উপযুক্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে ভাগবত দান করিবার বিধি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণকে সংপুটিত কাংস্যপাত্র দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃতপায়স ভোজন করাইবে। পরে সকলকে অন্ন বিভাগ করিয়া দিয়া স্বজনের সহিত ভোজন করিবে। উদ্যাপন করিয়া ব্রত-নিয়ম পরিত্যাগ করিবে।

এই শাস্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে-সমস্ত বিধি নিয়ম লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত সর্ব্ব-বর্ণধর্ম্ম-পরায়ণ ধার্ম্মিক-লোকের পালনীয়। গ্রন্থশেষে নৈমিষক্ষেত্রে শ্রীসূত গোস্বামী ঋষিগণকে এই বলিয়াছেন,—

''ভারতে জনুরাসাদ্য পুরুষোত্তমমুত্তমম্।
ন সেবন্তে ন শৃন্বন্তি গৃহসক্তা নরাধমাঃ ॥
গতাগতং ভজন্তেঽত্র দুর্ভগা জন্ম জন্মানি।
পুত্রমিত্রকলত্রাপ্ত-বিয়োগাদ্দুঃখভাগিনঃ ॥
অস্মিন্মাসে দ্বিজশ্রেষ্ঠা নাসচ্ছাস্ত্রান্যুদাহরেৎ।
ন স্বপেৎ পর-শয্যায়াং নালপেৎ বিতথং ক্বচিৎ ॥
পরাপবাদান্ন ব্রুয়ান্ন কথঞ্চিৎ কদাচন।
পরান্নঞ্চ ন ভুঞ্জীত ন কুর্ব্বীত পরক্রিয়াম্ ॥

বিত্ত-শাঠ্যমকুর্ব্বাণো দানং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে।
বিদ্যমানে ধনে শাঠ্যং কুর্ব্বাণো রৌরবং ব্রজেৎ ॥
দিনে দিনে দ্বিজেন্দ্রায় দত্ত্বা ভোজনমুত্তমম্।
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে ব্রতী ভোজনমাচরেৎ ॥
ইন্দ্রদ্যুম্নঃ শতদ্যুম্নো যৌবনাশ্বো ভগীরথঃ।
পুরুষোত্তমমারাধ্য যযুর্ভগবদন্তিকম্ ॥
তস্মাৎ সর্ব্ব-প্রযত্নেন সংসেব্য পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্ব-সাধনতঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বার্থ-ফলদায়কঃ ॥
গোবর্দ্ধনধরং বন্দে গোপালং গোপরূপিণম্।
গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপিকা-প্রিয়ম্ ॥
কৌণ্ডিন্যেন পুরা-প্রোক্তমিমং মন্ত্রং পুনঃ পুনঃ।
জপন্মাসং নয়েদ্ভক্ত্যা পুরুষোত্তমমাপ্নুয়াৎ ॥
ধ্যায়েন্নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
লসৎপীতপটং রম্যং সরাধং পুরুষোত্তমম্ ॥
ধ্যায়ং ধ্যায়ং নয়েন্মাসং পূজয়ন্ পুরুষোত্তমম্।
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা স্বাভীষ্টং সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ ॥''

ভারতভূমিতে জন্মলাভ করিয়া যে গৃহাসক্ত নরাধমগণ শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-কথা শ্রবণ এবং ব্রত পালন করে না, সেই দুর্ভগগণ জন্ম-মরণ এবং পুত্র, মিত্র, কলত্র ও নিজ-জনের বিয়োগ-জনিত দুঃখভাগী হয়। হে দ্বিজবরগণ! এই পুরুষোত্তম-মাসে বৃথা কাব্যালঙ্কারাদি অসৎ শাস্ত্র আলোচনা করিবে না। পর-শয্যায় শয়ন এবং অনিত্য বিষয়ালাপ করিবে না। পরনিন্দা-বাক্য আলাপ করিবে না। পরান্ন ভোজন ও পরকার্য্য করিবে না। বিত্ত-শাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। ধন থাকিলে শাঠ্য করা রৌরবগমনের কারণ হয়। প্রতিদিন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণদিগকে উত্তম ভোজন দিবে। ব্রতী নিজে দিবসের অষ্টমভাগে ভোজন করিবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন, যৌবনাশ্ব ও ভগীরথ-রাজগণ পুরুষোত্তমকে আরাধনা করিয়া ভগবৎসামীপ্য লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত পুরুষোত্তমের সেবা করিবে। এই পুরুষোত্তম-সেবা—সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বার্থ ফলদায়ক। 'গোবর্দ্ধন-ধরং' প্রভৃতি মন্ত্রটি পূর্ব্বে কৌণ্ডিন্য-মুনি পুনঃ পুনঃ জপ করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে এই মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক জপ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে প্রাপ্ত হইবে। নবঘন-দ্বিভুজ-মুরলীধর পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত নিয়ত ধ্যান করিতে করিতে পুরুষোত্তম-মাসকে যাপিত করিবে। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এরূপ করেন, তিনি সকল অভীষ্ট লাভ করেন।

পারমার্থী তিনপ্রকার অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল—স্বনিষ্ঠ পরমার্থীর পক্ষেই বিধেয়। পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট কার্ত্তিক-মাঘ-ব্রত-পালনের নিয়মানুসারে পুরুষোত্তম-ব্রত পালন করিতে অধিকারী। নিরপেক্ষ-ভক্তগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তি-দ্বারা শ্রীভগবৎপ্রসাদ-সেবন, নিয়মের সহিত অহরহঃ সাধ্যানুসারে শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা সমস্ত পবিত্র মাস যাপন করিয়া থাকেন; যথা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে চরমোপদেশে বিষ্ণুরহস্য-বাক্য,—

"ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসক্তানাং সদৈব বিমলা মতিঃ।
পরিতোষয়তে বিষ্ণুং নোপবাসো জিতাত্মনঃ ॥"

যাঁহাদের মতি ভক্তি-পূত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে অনাসক্ত, তাঁহাদের মতি স্বভাবতঃ বিমলা, সুতরাং তাঁহারা জিতাত্মা; সর্ব্বসময়েই স্বাভাবিকী ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করেন। উপবাসাদি তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির কারণ হইতে পারে না। অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামী একান্তীদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন,—

"এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে ॥
ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি-সেবনে।
স্যাদিচ্ছৈষাং স্বতন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ ॥
বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হিতে।
ইত্যাদ্যেকান্তিনাং ভাতি মাহাত্ম্যং লিখিতং হিতম্ ॥"

একান্ত কৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণস্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণস্মরণ আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া হয় না। ঐকান্তিক ভক্তগণ ঐ দুই অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না। পরম প্রীতির সহিত উক্ত অঙ্গদ্বয়-পালনে তাঁহারা এতদূর আগ্রহবিশিষ্ট যে, অন্য কৃত্যসকল তাঁহাদের রুচি সংগ্রহ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্ঘ্রিসেবা কোন বিশেষভাবের সহিত করিতে করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা প্রবলা হয়, সুতরাং কিছু স্বতন্ত্রতার

সহিত এবং রসের অনুকূলভাবে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-সেবাই তাঁহাদের বিধি হয়। ঋষিগণ যে-সকল বিধি বিধান করিয়াছেন, তাহাতে একান্তি-ভক্তদিগের বিধি-বাধ্য-ভাব নাই। স্বয়ং প্রবৃত্তিভাবই স্বভাবতঃ বর্ত্তমান হয়। ইহাই একান্ত-ভক্তদিগের মাহাত্ম্য।

আগামী বৎসরের বৈশাখ-মাসই 'অধিমাস'। ভক্তগণ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও একান্ত-ভাব-ভেদে যথাধিকার শ্রীপুরুষোত্তম-মাস পালন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভগবান্ ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণ এই মাসের অধিপতি। সুতরাং 'অধিমাস'—ভক্ত-মাত্রেরই প্রিয়মাস; যেহেতু ঘটনা-ক্রমে ঐ মাসে কোন কর্ম্মকাণ্ডের পীড়ন আসিয়া ভক্তির ব্যাঘাত করিবে না।

শ্রীল গোস্বামিপাদের উপদেশাবলী

সংগ্রাহক—শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ

১। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের নিত্য ভোজন লীলা চলছে। বহুবার তাঁর ভোজন। হাত শুকায় না এমন এক লীলা।

২। সমুদ্র ভগবানের বিভূতি বিশেষ। মহাপ্রভু একে যমুনারূপে দর্শন করতেন।

৩। কৃষ্ণকথাই জীবন। মহাপ্রভু এটাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। গৌড়ীয় মিশনের শিক্ষাধারা এই কথার উপর **Base** করে আছে। ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত গোপীদেরও এই **Statement**.

৪। মহাপ্রভু নাচা গাওয়া, সংকীর্ত্তনের দ্বারা তাঁর মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। অন্য উপায় (জ্ঞান, কর্ম্মাদি) গুলির অতিতুচ্ছ ফল তাঁর দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে।

৫। ভগবৎ বস্তুতে অনুরাগ মায়িক বস্তুতে বিরাগ আনে।

৬। গৌরহরি প্রেম প্রচার লীলার শুরু করেছেন নবদ্বীপে। আর নীলাচলে সেই লীলার সমাপ্তি করেছেন অর্থাৎ এখানে তাঁর পরিশিষ্ট লীলা।

৭। ভগবানের গুণ শ্রবণ কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। সব ক্লাসের জীব আকৃষ্ট হয় তাঁর গুণের দ্বারা।

৮। ভগবানের গুণ শোনাটাই ভক্তি। গুণের দ্বারা চিত্তটা যত আকৃষ্ট হয় অন্য কোন উপায়ে হয় না।

৯। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি এক একটি হস্তীর বলধারী। ইন্দ্রিয়গুলিকে **Control**-এ রাখতে হলে মহাপ্রসাদ সেবন করাই উচিত।

১০। গুরু কৃপা বরণ করতে হলে বৈষ্ণব কৃপা দরকার। গুরুকে ঘিরে রয়েছেন বৈষ্ণব। তাঁদের দ্বারা গুরুকে ধরা যায়।

১১। ভগবানের গুণ শুনে যে ভক্তি হয় তার তীব্রতা বা **Speed** অনেক বেশী।

১২। কৃষ্ণকে বৃন্দাবনাভিমুখে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা বা আনন্দই রথযাত্রার মূল তাৎপর্য্য।

১৩। জীবের সুমতির উদয় মানে সাধুসঙ্গে লোভ হওয়া।

১৪। যারা ভগবান বা তাঁর ভক্তের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মেশাতে পারেন তারাই হৃদয়ের সকল ইতর অভিলাষ শূন্য হয়ে শ্রেষ্ঠ বস্তু লাভ করেন।

১৫। রথযাত্রা হচ্ছে গৌড়ীয়দের সর্ব্বোত্তম উৎসব। কেননা কৃষ্ণকে তার সর্ব্বাধিক প্রিয় স্থান বৃন্দাবনে নেওয়ার উৎসব এটি।

১৬। ক্ষেত্রধাম দেখতে বালু দিয়ে গড়া সমুদ্রের লবণাক্ত জল, কিছু ভক্তের কাছে এটি বৃন্দাবন, যমুনা।

১৭। আশয়ের মিল না হলে সাধুসঙ্গ হয় না। ট্রেনে বহু লোকের সঙ্গে যাতায়াত হয় কিন্তু সঙ্গ হয় না।

১৮। পুরুষোত্তমদেব জগন্নাথের জীব উদ্ধারণ লীলার সঙ্গে প্রেম দান লীলা বা ভক্তি দান লীলাও রয়েছে। গৌরসুন্দর সেই লীলায় সম্মিলিত হয়ে পরিপূর্ণতা দান করেছেন।

১৯। মহাপ্রভু জীবের তাৎকালিক মঙ্গলের জন্য আসেননি। তিনি প্রেমাস্পদের প্রতি বিরহ ভাব প্রকাশ করেছেন। শ্রীক্ষেত্রধামে ঐ বিপ্রলম্ভ ভাব প্রকাশিত হয়েছে।

২০। জগন্নাথের মধ্যে মাধুর্য্য ও প্রেমরস আছে গৌরহরির দ্বারা তা প্রকাশিত হয়েছে।

২১। ভগবানের যাত্রা মহোৎসব কালে ধামে বসে তাঁর কথার অনুবর্ত্তন করলে যত লাভ হবে অন্যভাবে তা হবে না।

২২। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ষড়গোস্বামিগণের লীলার পরিপূরক ছিলেন।